



106591 - যবে ব্যক্‌ত হজ্‌জে ইহরাম বঁধেছে কনিতু তাকে মক্‌কায় ঢুকতে দয়ো হয়নি

প্রশ্ন

আমার এক বন্ধু হজ্‌জে গিয়েছে। সে মদনীর মীকাত থেকে ইহরাম বঁধে মক্‌কার উদ্‌শেষে রওয়ানা হয়েছো। চকেপোস্টে পৌঁছার পর তাকে মদনীতে ফেরত পাঠানো হয়েছো; কারণ তার কাছে হজ্‌জে তাসরহি (অনুমতপিতর) ছিল না। ফরিতে এসে সে ইহরামের পোশাক খুলে ফলেছে। সে কি এ হজ্‌জে সওয়াব পাবে; সে ইহরাম বঁধেছে, কনিতু মক্‌কায় ঢুকতে পারনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

হজ্‌জ আদায় না করে ফরিতে আসা ও হালাল হয়ে যাওয়ার কারণে তার কোন গুনাহ হবে না। কারণ তাকে জোরপূর্বক তা করানো হয়েছো। আল্লাহ তাআলা তার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তিনি বান্দাদের প্রতি দয়ালব। সে ইখলাসের সাথে হজ্‌জে যতটুকু আমল করেছে সে জন্য সওয়াব পাবে।

দুই:

যে ব্যক্‌ত ইহরামকালে শরত করে নিয়েছে এভাবে যে, ‘যদি কোন প্রতিবন্ধকতা তাকে বাধাগ্রস্ত করে তাহলে সে বাধাপ্রাপ্তস্থলে হালাল হয়ে যাবে’ তাহলে তার উপর কোন দায় বর্তাবে না। আর যদি সে এমন কোন শরত না করে থাকে তাহলে তাকে একটি হাদি (পশু) যবেহ করতে হবে; যহেতে সে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছো। আল্লাহ তাআলা বলেন: “যদি তমেরা বাধা প্রাপ্ত হও, তাহলে কেরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তাই তমাদের উপর ধার্য।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৬] এরপর মাথা মুণ্ডন করবে বা চুল ছোট করবে। এর মাধ্যমে সে ইহরাম থেকে হালাল হবে।

আল্লাহই তাওফিকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীবর্গের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।

ফতোয়া ও গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্‌জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ গাদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি কুউদ



[স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১১/৩৫০)]

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: এমন ব্যক্তি সম্পর্কে যিনি তাসরিহি (অনুমতপিত্র) ছাড়া হজ্জে গিয়েছেন কিন্তু তাকে মক্কায় ঢুকতে দেয়া হয়নি; তার উপর কি অনবির্ঘ হব?

উত্তরে তিনি বলেন:

যদি তিনি ইহরামের সময় বলে থাকেন: ‘যদি কোন প্রতিনিধকতা তাকে বাধাপ্রাপ্ত করে তাহলে বাধাপ্রাপ্তস্থলে হালাল হয়ে যাবেন’ তাহলে তিনি হালাল হয়ে যাবেন; তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক হবে না। আর যদি এমন কোন শর্ত না করলে তাহলে একটি হাদি (পশু) যবহে করা তার উপর ফরজ হবে। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও, তাহলে কেরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৬] সবে ব্যক্তি যখন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সেখানে হালাল হবে (মাথা মুণ্ডন করবে অথবা চুল ছোট করবে)।” সমাপ্ত

[শাইখ উছাইমীন ফতোয়াসমগ্র (২৩/৪৩৩)]